সমকাল

তারিখ 29 JUL 2017
পৃষ্ঠা ২০ কলাম ৮

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে বিপন্ন বৃক্ষ সংরক্ষণ ও বীজের জন্য ব্লক বাগান করা হয়েছে ■» সমকাল

১০৯ প্রজাতির বিপন্ন উদ্ভিদ চবিতে

■ আবু সাঈম, *চট্টগ্রাম ব্যুরো*

দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বন থেকে বিপন্ন হয়ে যাচ্ছে দেশি প্রজাতির উদ্ভিদ ও বৃক্ষ। এ তালিকায় থাকা প্রায় ২২৬ প্রজাতির বিপন্ন উদ্ভিদ ও বৃক্ষের মধ্যে ১০৯ প্রজাতির সংস্থান আছে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে (চবি)। এর মধ্যে ৬৭ প্রজাতির বৃক্ষের প্রায় ৩০ হাজার চারা বড়ও হচ্ছে চবিতে। বিশ্ববিদ্যালয়ের বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগ এবং আরণ্যক ফাউন্ডেশন যৌথভাবে এসব বিপন্ন বৃক্ষ সংরক্ষণ ও বীজ উৎপাদনে কাজ করছে। এ ছাড়া আগামী মাসের মধ্যেই এসব উদ্ভিদ ও বৃক্ষের পরিচিতিসংবলিত একটি বইও প্রকাশ করা হবে। এর মাধ্যমে শিক্ষার্থীদের জ্ঞান অর্জনের পাশাপাশি চবি ক্যাম্পাসে দেশের আরও বিপন্ন উদ্ভিদ ও বৃক্ষ সংরক্ষণের কথা জানান সংশ্লিষ্টরা।

এ প্রসঙ্গে চবির বন ও পরিবেশ বিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামাল হোসাইন সমকালকে বলেন, দেশের বিভিন্ন প্রাকৃতিক বন থেকে বিপন্ন হয়ে যাওয়া বৃক্ষ ও উদ্ভিদ সংরক্ষণ এবং বীজ উৎপাদন উপযোগী করা হচ্ছে চবিতে। পাশাপাশি দেশের বিলুপ্ত উদ্ভিদ ও বৃক্ষও সংরক্ষণ করা হবে। এসব বৃক্ষের অধিকাংশ চারা এখন প্রায় তিন থেকে চার ফুটের মতো বড় হয়েছে। এর মাধ্যমে একটি প্রজাতির যেমন সংরক্ষণ হবে, তেমনি সংরক্ষিত হবে জীববৈচিত্র্যও।

আরণ্যক ফাউন্ডেশন ও চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় দেশের বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতি সংরক্ষণে ২০০৯ সালে একটি যৌথ উদ্যোগ নেয়। প্রায় ৩৫ লাখ টাকার এ প্রকল্পের মাধ্যমে দেশের বিভিন্ন স্থানের মোট ২৬টি নার্সারির মাধ্যমে বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতির চারা ও অঙ্গজ প্রজননের মাধ্যমে এদের বংশবিস্তার ও ভবিষ্যৎ বীজ উৎপাদনের জন্য মাতৃবৃক্ষ তৈরি করা হয়। এ ছাড়া বাঁশপাতা, সিভিটসহ দেশের পাহাড়ি বনাঞ্চল ও মধুপুরের শালবন এলাকায় জরিপের মাধ্যমে বিপন্নপ্রায় বৃক্ষ প্রজাতিগুলো নির্ধারণ, বীজ সংগ্রহ, চারা উৎপাদন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাসে বীজবাগান তৈরি করা হয়।

চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে থাকা বিপন্ন বৃক্ষ উদ্ভিদ ও বৃক্ষগুলো হলো– হলদু, কাইকা, বৈলাম, ইচরি, কান্তা করই, পিতরাজ, রয়না, আগর, হিজল, কাইনজাল, লউবাদি, বন-শিমুল, পাহাড়ি-শিমুল, মুস, পইরাগ, ধুপ, কুমভি, গাদিলা, বাটনা, শিল-বাটনা, জাত বাটনা, চিকরাশি, চিটাগাং উড, তেজ বহল, কস্তুরি, বহাল, হারগাজা, আজুলি, ধলি-গর্জন, ডুলাইয়া-গর্জন, বাইট্টা-গর্জন, শিল-গর্জন, কুদিবারেলা, লাউবারেলা, বান্দরহুলা, ঝুমকা বাদি, চোরকাটলেজ, কিচরা-বাদি, বর-হরিনা, উদাল, উজাল, পাটা গুটা, কন্যারী, বারেলা, ঝাউয়া, তেলসুর, চালমুগরা, ■ পৃষ্ঠা ১৩ : কলাম ৩

১০৯ প্রজাতির

[শেষ পৃষ্ঠার পর]

ডালমুগরি, কেলি-কদম, ভূই-কদম, সিদা জারুল, টিলা জারুল, দুবা বাটনা, কান্তা বাটনা, বড় বাটনা, কালি বাটনা, কালা বাটনা, গুইজা বাটনা, রক্তন, বুরা, মহুয়া, মহুউয়া ডুলি চাম্পা, আন্দা চাম্পা, কামেলা, সিদূরী, উরিআম, জঙ্গলিআম, চম্পা, চম্পাফুল, টালি, দুদি, লালি, গুটগুট্যা, নিউর, লুও-বাদি, কনক চাম্পা, মুস, মুসিগন্ধা, বর আসার, লানা-আসার, বুদ্ধু নারিকেল, কাঠবাদাম, নারিকেলি, কনক, মন-চাম্পা, বোনাক, কুসুম, জয়না, ফাইশ্যা-উদাল, উদাল, দারমারা, পারুল, কাম সোনালু, ঢাকি-জাম, বহেরা, হরীতকী, চুগুল, ম্যাইনাক্যাট, তুন, সুরুজবেদ, রঙ্গি, আরগুল, হরিনা, গুদা, হরিনা, আশ্বল, বাজনা ইত্যাদি।

পাহাড়, টিলা, সমতলভূমি, লেক, ঝর্ণার আবহধারায় প্রায় এক হাজার ৭০০ একর আয়তনের চবি ক্যাম্পাস রয়েছে বিভিন্ন জীববৈচিত্র্যে। এক পরিসংখ্যানে দেখা যায়, চবিতে রয়েছে ১৮৭ প্রজাতির বৃক্ষ, ১৭৪ প্রজাতির গুল্ম, ৩৯৬ প্রজাতির বিরুৎ, ৭৮ প্রজাতির আরোহী, ৪৪ প্রজাতির অর্কিড, ৪৭ প্রজাতির শৈবাল ও ৫২ প্রজাতির ফার্ন।

এ প্রসঙ্গে আরণ্যক ফাউন্ডেশনের নির্বাহী পরিচালক ফরিদ উদ্দিন আহমেদ বলেন, দেশের হারিয়ে যাওয়া বৃক্ষগুলো সংরক্ষণের জন্য আমরা ২০০৬ সাল থেকে উদ্যোগ নিই। ২০০৯ সাল থেকে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের সঙ্গে কাজ শুরু করি। এর মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ে বর্তমানে বিপন্ন ৬৭ প্রজাতির প্রায় ৩০ হাজারের অধিক চারা বেড়ে উঠেছে। পাশাপাশি বিপন্ন ও বিলুপ্ত আরও বৃক্ষ সংরক্ষণেও উদ্যোগ নেওয়া হচ্ছে।